তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২১০

আবহাওয়ার সতর্কবার্তা

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত বহাল

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

 বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ আবহাওয়ার এক সতর্কবার্তায় জানিয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় গভীর সঞ্চালনশীল মেঘমালা তৈরি হচ্ছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

 চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

 উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে এবং গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে।

#

শাহীনুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                           **নম্বর : ২২০৯**

**জনগণের জন্য কাজ করতে গিয়েই আওয়ামী নেতা-কর্মীরা করোনায় আক্রান্ত**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য ও বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা জনগণের জন্য কাজ করতে গিয়েই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

 আজ বিকেলে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের সদ্যপ্রয়াত নেতৃবৃন্দের আত্মার শান্তি ও অসুস্থ নেতা-কর্মীদের আরোগ্য প্রার্থনা ও দোয়া মাহ‌ফিল শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন।

 ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'করোনা প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী, মন্ত্রিপরিষদ ও সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা জনগণকে সুরক্ষা দেয়া ও সহায়তা করার জন্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। যে কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ-সহ বহু নেতা-কর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বিশেষ করে বরেণ্য নেতা মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ, সিলেটের সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মূল কারণ হচ্ছে, তারা জনগণের পাশে থেকে কাজ করছিলেন এবং তা করতে গিয়েই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।'

 'বিএনপি নেতাদের করোনায় আক্রান্তের খবর পাওয়া যাচ্ছে না' - সাংবাদিকদের এমন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেউ আক্রান্ত হোক, সেটি আমরা কখনো কামনা করি না। বিএনপি নেতারা সবাই সুস্থ থাকুন, আমরা এবং সব মানুষ যেন সুস্থ থাকে সেটিই আমরা কামনা করি। সেইসাথে এটিও সত্য যে, যারাই জনগণের পাশে থেকে কাজ করছেন, তারাই আক্রান্ত হচ্ছেন ও তাদেরই আক্রান্তের সম্ভাবনা বেশি। অপরদিকে বিএনপি নেতারা যারা হাত গুটিয়ে বসে আছেন, ঘরের মধ্যে থেকে প্রেস ব্রিফিং আর কিছু ফটোসেশনের মধ্যে কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রেখেছেন, জনগণের পাশে দাঁড়াননি, তাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম। তবে, আমি সবসময় প্রার্থনা করি বিএনপি নেতৃবৃন্দ সবাই সুস্থ থাকুন।'

 এর আগে আওয়ামী লীগ সভাপ‌তির রাজনৈ‌তিক কার্যাল‌য়ে দলের সদ্য প্রয়াত নেতা মোহাম্মদ নাসিম, সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ, সিলেটের সাবেক মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান-সহ দলের সদ্যপ্রয়াত অন্য নেতৃবৃন্দের আত্মার শান্তি ও অসুস্থ নেতাকর্মীদের আরোগ্য প্রার্থনা করে দোয়া মাহ‌ফিল অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আওয়ামী লী‌গের সভাপ‌তিমন্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী, জাহাঙ্গীর ক‌বির নানক, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সরাসরি উপস্থিত যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ, আ ফ ম বাহাউ‌দ্দিন না‌সিম, সাংগঠ‌নিক সম্পাদক মির্জা আজম, বি এম মোজা‌ম্মেল হক, এস এম কামাল হো‌সেন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মেহের আফরোজ চুমকি, উপ-দপ্তর সম্পাদক সা‌য়েম খান প্রমুখ এতে অংশ নেন। মাহফিল শেষে আওয়ামী লীগ সভাপ‌তি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হা‌সিনা এবং আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনা এবং দেশ ও বিশ্বকে করোনা থেকে মুক্তির জন্য মোনাজাত করা হয়।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৮

রামচাঁদ গোয়ালার মৃত্যুতে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর শোক

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

 ঢাকার ক্লাব ক্রিকেট ইতিহাসের কিংবদন্তী ক্রিকেটার দেশের প্রথম বাঁহাতি স্পিনার রামচাঁদ গোয়ালার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

 প্রতিমন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় বলেন, ‘দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে রামচাঁদ গোয়ালার নাম স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকবে। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি।’

#

আরিফ/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২২০৭

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৩ হাজার ২৪৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৫ হাজার ৫৩৫ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৫ জন-সহ এ পর্যন্ত ১ হাজার ৩৮৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৫ হাজার ৪৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৪২ হাজার ৯৪৫ জন ।

 এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৫ লাখ ২৪ হাজার ২৮৫টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ২৩ লাখ ৩৪ হাজার ৮০৫টি এবং মজুত আছে ১ লাখ ৮৯ হাজার ৪৮০টি।

 সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/মাহমুদ/সঞ্জীব/ জয়নুল/২০২০/১৮০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২২০৬

**কবি বেগম সুফিয়া কামালের ১০৯তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল কবি বেগম সুফিয়া কামালের ১০৯তম জন্মদিনউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “গণতান্ত্রিক এবং নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কবি বেগম সুফিয়া কামালের ১০৯তম জন্মদিন উপলক্ষে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

 কবি বেগম সুফিয়া কামাল ১৯১১ সালের ২০শে জুন বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৯ সালের ২০শে নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। একদিকে তিনি ছিলেন আবহমান বাঙালি নারীর প্রতিকৃতি, অন্যদিকে বাংলার প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে ছিল তাঁর আপসহীন এবং দৃপ্ত পদচারণা।

 নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার চিন্তাধারা কবি সুফিয়া কামালের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। তাঁর দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রীনিবাসের নাম ‘রোকেয়া হল’ রাখা হয়। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার বেতারে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার নিষিদ্ধ করলে এর প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলেন। শিশু সংগঠন কচিকাঁচার মেলা’র তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

 ৫২’র ভাষা আন্দোলন, ৬৯’র গণঅভ্যুত্থান, ৭১’র অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগ্রামসহ শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তাঁকে জনগণের ‘জননী সাহসিকা’ উপাধিতে অভিষিক্ত করেছে। তাঁর স্মরণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য ‘বেগম সুফিয়া কামাল হল’ নির্মাণ করে।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ৭৫’র ১৫ই আগস্টে নির্মমভাবে হত্যা করে যখন এদেশের ইতিহাস বিকৃতির পালা শুরু হয়, তখনও তাঁর সোচ্চার ভূমিকা বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের গণতান্ত্রিক শক্তিকে নতুন প্রেরণা যুগিয়েছিল।

 কবি বেগম সুফিয়া কামালের সৃজনশীলতা ছিল অবিস্মরণীয়। দেশ, প্রকৃতি, গণতন্ত্র, সমাজ-সংস্কার, নারীমুক্তি এবং শিশুতোষ রচনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখনী আজও পাঠককে আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত করে।

 বহুদিন পরে মনে পড়ে আজি, পল্লী-মায়ের কোল

 ঝাউশাখে যেথা বনলতা বাঁধি, হরষে খেয়েছি দোল

 কুলের কাঁটার আঘাত সহিয়া, কাঁচা-পাকা কুল খেয়ে

 অমৃতের স্বাদ যেন লভিয়াছে, গাঁয়ের দুলালী মেয়ে।

 আমি কবি বেগম সুফিয়া কামালের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/মামুন/খোরশেদ/২০২০/১৪০০ ঘণ্টা

**তথ্যবিবরণী নম্বর: ২২০৫**

**বাংলাদেশের শুল্ক পণ্যের ৯৭% শুল্কমুক্ত সুবিধা দিল চীন সরকার**

ঢাকা, ৫ আষাঢ় (১৯ জুন) :

 বাংলাদেশের শুল্ক পণ্যের ৯৭% শুল্কমুক্ত সুবিধা দিল চীন সরকার। এ বছরের ১ জুলাই থেকে এ সুবিধা প্রদান করা হবে।

 সরকারের অর্থনৈতিক কূটনীতির অংশ হিসেবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ সুবিধা দেওয়ার অনুরোধ করে এর আগে চীন সরকারকে চিঠি দেওয়া হয়। এ অনুরোধের প্রেক্ষিতে চীনের স্টেট কাউন্সিলের ট্যারিফ কমিশন সম্প্রতি এ সুবিধা প্রদান করে নোটিশ জারি করে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে এ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ৫১৬১ বাংলদেশি পণ্য এ শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় থাকবে।

 বাংলাদেশ ইতোমধ্যে চীন থেকে ‍Asia Pacific Trade Agreement (APTA) এর আওতায় ৩০৯৫ পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা ভোগ করে থাকে। সেই সুবিধার বাইরে ৯৭% শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হলো। ফলে শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় বাংলাদেশকে চীনের পক্ষ থেকে ৮২৫৬ পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হলো।

#

তৌহিদুল/মামুন/খোরশেদ/কানাই/২০২০/১৩:০০ ঘণ্টা